শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

## অন্ত্যলীলা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রাগমন-বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ-সেন একটী কুকুরকে পারের খরচ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায়, সে প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। শিবানন্দাদি পরদিন মহাপ্রভুর নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রভু-প্রদত্ত নারিকেলশস্য-প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে ; পরে সেই কুকুর উদ্ধার পাইয়া (বৈকুণ্ঠে) গেল। এদিকে শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত একত্র আসিতে না পারিয়া কিছুদিন পরে নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের সহিত রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোহয়ং"-শ্লোক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। একদিবস মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব' নামক দুইখানি নাটকের মুখবন্ধাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। রামানন্দ-রায় উহাদের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া দুইখানি নাটকই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিলেন। চাতু-র্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমদয়াল পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বন্দনা ঃ—

**পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।**
**যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥**

সজ্জনের কৃপা যাজ্ঞা ঃ—

**দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ।**
**স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২ ॥**

**শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।**
**শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩ ॥**
**এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ।**
**যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥ ৪ ॥**

**জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী ।**
**মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥**

**দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-**
**শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।**
**শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ**
**প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥**

**শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।**
**কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ৭ ॥**

**জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।**
**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

২। সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।

### অনুভাষ্য

১। যৎকৃপা (যৎ যস্য চৈতন্যচন্দ্রস্য অনুকম্পা) পঙ্গুং (পদ-বিক্ষেপণশক্তিবিহীনং জনং) শৈলং (পরমোচ্চগিরিশিখরং) লঙ্ঘয়তে (উত্তারয়তি), মূকং (বাকশক্তিবিহীনং জনং) শ্রুতিং (বেদম্) আবর্ত্তয়েৎ (পঠয়তি), তম্ ঈশ্বরং পরমেশ্বরং (কৃষ্ণ-চৈতন্যং মহাপ্রভুম্) অহং বন্দে।

২। সন্তঃ (সাধবঃ) স্বকৃপা-যষ্টিদানেন (নিজদয়ারূপাবলম্বন-প্রদানেন) দুর্গমে (দুস্তরে) পথি (সংসারে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) স্খলৎপাদগতেঃ (বিক্ষিপ্তচরণস্য পথভ্রষ্টস্য), অন্ধস্য (নয়ন-বিহীনস্য) মে (মম) অবলম্বনম্ (আশ্রয়পদং) সন্তু (ভবন্তু)।

৫। আদি, ১ম পঃ ১৫ (-াক দ্রষ্টব্য।

৬। আদি, ১ম পঃ ১৬ (-াক দ্রষ্টব্য।

৭। আদি, ১ম পঃ ১৭ (-াক দ্রষ্টব্য।

অন্ত্যলীলা বর্ণনারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলুঁ বর্ণন ।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলাসূত্র বর্ণিত ঃ—

মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ ১১ ॥

অনুল্লিখিত সূত্রের সবিস্তারবর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র-অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥

গৌড়ে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপ-গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥

শচীর শ্রবণ ও ভক্তগণের পুরীতে গমনোদ্‌যোগ ঃ—

শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শিবানন্দের নিকট যাবতীয় ভক্তের আগমন ঃ—

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য্য, শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৫ ॥

সকলের তত্ত্বাবধায়ক শিবানন্দ ঃ—

শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান ।
সবারে পালন করে, দেয় বাসা-স্থান ॥ ১৬ ॥

শিবানন্দের ভগবদ্ভক্ত কুকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

এক কুক্কুর চলে শিবানন্দে-সনে ।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১৭ ॥
একদিন একস্থানে নদী পার হৈতে ।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ ১৮ ॥
কুক্কুর রহিলা,—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা ।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥ ১৯ ॥
একদিন শিবানন্দে ঘাটিতে রহিলা ।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ২০ ॥
রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে ।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত?'—সেবকে পুছিলে ॥ ২১ ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত, শুনি' দুঃখী হৈলা ।
কুক্কুর চাহিতে দশ-মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২২ ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা ।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ২৩ ॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাঁহা না পাইল ।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥
উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে ।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥
সবা লঞা কৈলা জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা-স্থানে ।
প্রভু-স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥ ২৭ ॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত' কুক্কুরে ।
প্রভু-পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৮ ॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা ।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ', বলেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার ।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা ।
দৈন্য করি' নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥

কুকুরের সিদ্ধি ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ঃ—

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা ।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥

অলৌকিক লীলাময় প্রভু ঃ—

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন ।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাঞা করিলা মোচন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ও নাটক-রচনারম্ভ ঃ—

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা ।
মঙ্গলাচরণ 'নান্দী-শ্লোক' তথাই লিখিলা ॥ ৩৫ ॥

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। পাসরিলা—ভুলিয়া গেল।

২২। চাহিতে—খুঁজিতে।

৩৪। কৃষ্ণলীলা-নাটক—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক।

### অনুভাষ্য

১০। পূর্ব্বগ্রন্থে—মধ্যলীলার প্রথম-পরিচ্ছেদে।

১৫। আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য।

৩৫। নান্দী—নাটকচন্দ্রিকায়—"প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা ।।

সানুজ শ্রীরূপের গৌড়ে যাত্রা ও সূত্রাকারে নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা ঃ—

**পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।**
**কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ ৩৬ ॥**

গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঃ—

**এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা।**
**গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা ॥ ৩৭ ॥**

শ্রীরূপের পুরীতে প্রভুদর্শনে যাত্রা ঃ—

**রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন।**
**প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮ ॥**

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তিহেতু বিলম্ববশতঃ প্রভুদর্শনার্থ গৌড়ীয়-যাত্রিগণের সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎকারের অভাব ঃ—

**অনুপমের লাগি' তাঁর বিলম্ব হইল।**
**ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥ ৩৯ ॥**

সত্যভামাপুরে সত্যভামাদেবীর উপদেশ-প্রাপ্তিই ললিতমাধব-রচনার মূল সূত্রপাত ঃ—

**উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামাপুর'-নামে গ্রাম।**
**এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥**
**রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী।**
**সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি' ॥ ৪১ ॥**
**"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।**
**আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥" ৪২ ॥**

শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

**স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিলা বিচার।**
**'সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৪৩ ॥**

একত্র বর্ণিত ব্রজ-পুরলীলার পৃথক্ নাটকাকারে বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

**ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা।**
**দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥' ৪৪ ॥**

পুরীতে সিদ্ধবকুল-মঠে ঠাকুর-হরিদাসের গৃহে উপস্থিতি ঃ—

**ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।**
**আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪৫ ॥**

ঠাকুরের স্নেহোক্তি ঃ—

**হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।**
**"তুমি আসিবে,—মোরে প্রভু যে কহিলা ॥" ৪৬ ॥**

অকস্মাৎ হরিদাসকে দর্শন দিতে প্রভুর আগমন ঃ—

**'উপল-ভোগ' দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে।**
**প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥ ৪৭ ॥**

শ্রীরূপের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

**"রূপ দণ্ডবৎ করে",—হরিদাস কহিলা।**
**হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৮ ॥**

পরস্পর সংলাপ ঃ—

**হরিদাস-রূপে লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে।**
**কুশল প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৯ ॥**

সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও শ্রীরূপের সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকারাভাব-জ্ঞাপন ঃ—

**সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।**
**রূপ কহে,—"তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫০ ॥**

তৎকারণ নির্দ্দেশ ঃ—

**আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ, তিঁহো রাজপথে।**
**অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫১ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নান্দী-শ্লোক—নাটকের আরম্ভে যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পঠিত হয়, তাহাকে 'নান্দী'-শ্লোক বলে।

৩৬। কড়চা—খস্ড়া বা পাণ্ডুলিপি।

## অনুভাষ্য

অষ্টাভির্দ্দশভির্যুক্তা কিংবা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্রকমলচকোরকুমুদাদিকম্।।" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৮২ সংখ্যায়—"আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজ-নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।"*

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। লাগ্ না পাইল—শিবানন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া শ্রীরূপও তাঁহাদিগের সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন

## অনুভাষ্য

৩৭। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও তদনুজ শ্রীঅনুপম।

৪০। কটক-জেলার অন্তর্গত জান্‌কাদেইপুরের নিকটে 'সত্যভামাপুর'-গ্রাম।

** নাটকচন্দ্রিকায়—প্রস্তাবনার প্রারম্ভে নান্দী-কার্য্য শুভাবহ হইয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশের অন্যতম-সংযুক্তা নান্দী আট, দশ কিংবা দ্বাদশ-পদদ্বারা যুক্তা এবং প্রায়শঃ চন্দ্রনামাঙ্কিতা হইয়া মঙ্গলসূচকপদে শোভিতা হইয়া থাকে। চক্র, কমল, চকোর, কুমুদ প্রভৃতিই মঙ্গল। সাহিত্যদর্পণে—দেব, দ্বিজ, নৃপতি প্রভৃতির যে আশীর্ব্বাদ-সূচক বাক্য-সংযুক্তা স্তুতি নটগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহা নান্দী-নামে কথিতা হইয়া থাকে।*

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

**প্রয়াগে শুনিলুঁ,—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে।"**
**অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥ ৫২ ॥**

প্রভুর প্রস্থান ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরূপের মিলন ঃ—

**রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞিঃ চলিলা।**
**গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৩ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক একদিন ভক্তগণকে শ্রীরূপের পরিচয়-প্রদান ঃ—

**আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।**
**রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥ ৫৪ ॥**

শ্রীরূপকর্ত্তৃক সকল ভক্তের চরণ-বন্দন, সকলের রূপকে আলিঙ্গন ঃ—

**সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন।**
**কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥**

শ্রীরূপকে কৃপা করিতে মহাপ্রভুর নিতাই ও অদ্বৈত-প্রভুদ্বয়কে অনুরোধ ঃ—

**"অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে।"**
**প্রভু কহে,—"রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫৬ ॥**
**তোমা-দুঁহার কৃপাতে ইঁহার হউ শক্তি।**
**যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥" ৫৭ ॥**

শ্রীরূপ—প্রভুর সকলভক্তেরই প্রীতিভাজন ঃ—

**গৌড়ীয়া, উড়িয়া, যত প্রভুর ভক্তগণ।**
**সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৮ ॥**

স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপকে প্রত্যহ দর্শনপ্রসাদ দান ঃ—

**প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে।**
**মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুই জনে ॥ ৫৯ ॥**

শ্রীরূপ-সঙ্গে প্রভুর কৃষ্ণকথা ঃ—

**ইষ্টগোষ্ঠী দুইজনে করি' কতক্ষণ।**
**মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৬০ ॥**

প্রভুকৃপালাভে শ্রীরূপের আনন্দ ঃ—

**এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।**
**প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ৬১ ॥**

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

**ভক্তগণ লঞা কৈলা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।**
**আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ৬২ ॥**

সর্ব্বভক্তের আনন্দ-দর্শনে শ্রীরূপ-হরিদাসের আনন্দ ঃ—

**প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্বভক্তজন।**
**দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥ ৬৩ ॥**

প্রভুর উচ্ছিষ্টাবশেষ-প্রাপ্তিতে উভয়ের প্রেম-নৃত্য ঃ—

**গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা।**
**প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪ ॥**

অন্য একদিন রূপের সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

**আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।**
**সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৬৫ ॥**

প্রভুর কৃপাদেশই বিদগ্ধমাধব-রচনার মূলসূত্রপাত ঃ—

**"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।**
**ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥ ৬৬ ॥**

কেবলমাত্র ব্রজেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থান ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৪৬১)-ধৃত যামলবচন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর বাক্যে শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

**এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।**
**রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ ৬৮ ॥**

শ্রীসত্যভামা-দেবী ও প্রভু, উভয়েরই পৃথগ্‌ভাবে যথাক্রমে ললিত-মাধব ও বিদগ্ধমাধব-নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান ঃ—

**'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।**
**জানিলুঁ, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥ ৬৯ ॥**

পূর্ব্বে একত্র বর্ণিত নাটকদ্বয়ের এক্ষণে পৃথগ্‌ভাবে কল্পন ও রচন ঃ—

**পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।**
**দুইভাগ করি এবে করিমু গঠনা ॥ ৭০ ॥**

নান্দী, প্রস্তাব ও বিষয় প্রভৃতি সমস্তই পৃথগ্‌ভাবে চিন্তন ঃ—

**দুই 'নান্দী'-'প্রস্তাবনা', দুই 'সংঘটনা'।**
**পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥" ৭১ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বলিয়া আসিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না, তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচল যাইতেছিলেন।

৫৩। তাঁহা—হরিদাসের বাসায় অর্থাৎ সিদ্ধবকুলে।

৬৭। যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব-তত্ত্ব, অতএব তিনি—গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্ ; তিনিই মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

### অনুভাষ্য

৬২। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটবর্ত্তী উপবন।

৬৭। যদুসম্ভূতঃ (যদুকুলোৎপন্নঃ) কৃষ্ণঃ—অন্যঃ (ব্রজেন্দ্র-নন্দনাৎ অপরঃ) ; যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ (নন্দসুতঃ) সঃ তু বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য (বিহায়) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) নৈব গচ্ছতি।

৭০। দুই ভাগ—বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা এবং ললিতমাধবে পুরলীলা,—এই দুই ভাগ।

বিপ্রলম্ভভাবান্বিত প্রভুর মুখে শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরূপের তদ্ভাব-সূচক শ্লোক রচনা ঃ—

**রথযাত্রায় জগন্নাথ-দর্শন করিলা ৷**
**রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিলা ॥ ৭২ ॥**
**প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি ৷**
**সেই শ্লোকার্থ লঞা শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥**

মধ্য, ১ম পঃ বর্ণিত হইলেও এক্ষণে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

**পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ৷**
**তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥ ৭৪ ॥**

শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর উচ্চারিত গূঢ়-শ্লোকের মর্ম্মার্থ একমাত্র স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত সকলেরই দুর্ব্বোধ্য ঃ—

**সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে ৷**
**কেনে শ্লোক পড়ে—ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥**

সেই শ্লোকের ভাবদ্যোতক পদাবলী গান করিয়া স্বরূপের প্রভুসন্তোষ-বিধান ঃ—

**সবে একা স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে ৷**
**শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥ ৭৬ ॥**

শ্রীরূপের প্রভুর মনোমত শ্লোক-রচনা ঃ—

**রূপ-গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায় ৷**
**সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৭ ॥**

প্রভুর উচ্চারিত শ্লোক ঃ—
কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ও পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ৷
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ৷
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৯ ॥

**তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা ৷**
**সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোসাঞি গেলা ॥ ৮০ ॥**

প্রভুর রূপকৃত শ্লোক-পাঠে প্রেমাবেশ ঃ—

**হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ৷**
**চালে শ্লোক দেখি' প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ ৮১ ॥**
**শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ৷**
**হেনকালে রূপ-গোসাঞি স্নান করি' আইলা ॥ ৮২ ॥**

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

**প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ৷**
**প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥ ৮৩ ॥**

শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গন ঃ—

**"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?"**
**এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৮৪ ॥**

শ্লোক দেখাইয়া অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীরূপ-কর্ত্তৃক স্বীয় মনোভাবাবগতির কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

**সে-শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা ৷**
**স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৮৫ ॥**
**"মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?"**
**স্বরূপ কহে,—"জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥ ৮৬ ॥**

স্বরূপকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রভুকৃপা-লাভানুমান ঃ—

**অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান ৷**
**তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা, করি অনুমান ॥" ৮৭ ॥**

স্বরূপের নিকট প্রভুর প্রয়াগে রূপশিক্ষা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

**প্রভু কহে,—'ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল ৷**
**যোগ্যপাত্র জানি মোর কৃপা ত' হইল ॥ ৮৮ ॥**
**তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলুঁ উপদেশ ৷**
**তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥" ৮৯ ॥**

স্বরূপের অনুমান যাথার্থ্য ঃ—

**স্বরূপ কহে,—"যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ ৷**
**তুমি করিয়াছ কৃপা, তবঁহি জানিলু ॥ ৯০ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। কেনে—কি ভাবে।

### অনুভাষ্য

৭১। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৭ শ্লোকে—"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে।। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।" নটী, বিদূষক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নট,—ইহারা সূত্রধারের সহিত যেখানে নিজ-কর্ত্তব্যব্যাপার-বিষয়ক প্রকৃত বৃত্ত-উত্থাপক মনোজ্ঞবাক্যদ্বারা পরস্পর সম্যক্‌রূপে আলাপ করে, তাহাকে 'আমুখ' বলিয়া জানিবে, উহাই 'প্রস্তাবনা' (অভিনয়ারম্ভক প্রস্তাব)।

৭৮। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৯। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ফলের দ্বারা তৎকারণানুমান ঃ—

ন্যায়-বচন—

"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥" ৯১ ॥

যেমন কারণ তেমন কার্য্য ঃ—

নৈষধীয়ে (৩।১৭) দময়ন্তীর প্রতি হংসবাক্য—

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥"৯২

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা ।**
**রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৯৩ ॥**

একদা শ্রীরূপের নাটক-লিখনকালে প্রভুর অকস্মাৎ আগমন ঃ—

**একদিন রূপ করেন নাটক-লিখন ।**
**আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৯৪ ॥**

শ্রীরূপ-হরিদাসের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর উপবেশন ঃ—

**সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা ।**
**দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৯৫ ॥**

প্রভুর শ্রীরূপ-লিখিত পত্রখণ্ডগ্রহণ ও হস্তাক্ষর-দর্শনে সন্তোষ ঃ—

**'ক্যা পুঁথি লিখ?' বলি' একপত্র নিলা ।**
**অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥ ৯৬ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা ঃ—

**শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি ।**
**প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৭ ॥**

একটী শ্লোক দর্শনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

**সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা ।**
**পড়িতেই শ্লোক, প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৮ ॥**

কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্যাস্বাদন-সূচক শ্লোক ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫) নান্দীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকশ্রবণে নামাচার্য্যের আনন্দ-নৃত্য ঃ—

**শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী ।**
**নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥ ১০০ ॥**

শ্লোকের অদ্বিতীয় কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-সূচনা ঃ—

**"কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি ।**
**নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ১০১ ॥**

প্রভুর মধ্যাহ্নস্নানে গমন ঃ—

**তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন ।**
**মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০২ ॥**

অন্য একদিন স্বরূপ-রামানন্দ-ভট্টাদির সহিত প্রভুর শ্রীরূপসমীপে আগমন ঃ—

**আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ ।**
**সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥ ১০৩ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।

৯২। স্বর্গঙ্গার সুবর্ণমৃণালনালাগ্র ভোজন করিয়াই আমরা তদনুরূপ শরীর-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কারণ, নিদানানুরূপই গুণগণ উদিত হইয়া থাকে।

৯৯। 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে ; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় ; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

## অনুভাষ্য

৯২। [হে দময়ন্তি,] স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং (স্বর্গাপ-গায়াঃ স্বর্গঙ্গায়াঃ মন্দাকিন্যাঃ হেমমৃণালিনীনাং স্বর্ণতুল্যপদ্মানাং) নানামৃণালাগ্রভুজঃ (বিবিধ-কোমল-পদ্মাগ্রভোজনশীলাঃ বয়ম্) অন্নানুরূপাং (ভুক্তসদৃশীং) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহলাবণ্য-সমৃদ্ধিং) ভজামঃ (প্রাপ্নুমঃ) ; হি (যতঃ) কার্য্যং (ফলং) নিদানাৎ (আদি-কারণাৎ) গুণান্ অধীতে (প্রাপ্নোতি)।

৯৯। কৃষ্ণঃ ইতি বর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ (কিয়ৎপরিমিতৈঃ) অমৃতৈঃ [সহ] জনিতা (উৎপাদিতা), [তৎ অহং] নো জানে (ন বেদ্মি), [যতঃ সা হে নান্দীমুখি], তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (তাণ্ডবং—'পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং' ইতি বাক্যাৎ 'নাট্যং', তৎ কুর্ব্বতী সতী) তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে (বহুবদনশ্রেণীনাং প্রাপ্তয়ে) রতিং (স্পৃহাং) বিতনুতে (প্রকাশয়তি) ; কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণ-পদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদসংখ্যা-মিত-কর্ণলাভায়) স্পৃহাং (বাঞ্ছাং) ঘটয়তে ; চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চেতঃ এব প্রাঙ্গণং তস্মিন্ সহচরী সতী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়-সমূহানাং) কৃতিং (ব্যাপারং) বিজয়তে (পরাজয়তে, তদাবিষ্টং কারয়িত্বা চেষ্টাশূন্যং করোতি)।

পথে শ্রীমুখে শ্রীরূপের প্রশংসা-কীর্ত্তন ঃ—

**সবে মিলি' চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।**
**পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৪ ॥**

শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোহয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকের প্রশংসা ঃ—

**দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ।**
**নিজ-ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ১০৫ ॥**

রায় ও ভট্টসমীপে স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপগুণ বর্ণন ঃ—

**সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।**
**শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৬ ॥**

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ঃ—

**'ঈশ্বর-স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ।**
**অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥**

ভক্তের প্রতি ভগবানের ব্যবহার ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৩৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেম্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোহয়ম্ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের সগণ প্রভুকে প্রণাম ঃ—

**ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা, দেখি' দুই জন।**
**দণ্ডবৎ হঞা কৈলা চরণ-বন্দন ॥ ১০৯ ॥**

ভক্তবেষ্টিত প্রভুর নিম্নাসনে উভয়ের দৈন্যক্রমে উপবেশন ঃ—

**ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন।**
**পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥**
**রূপ, হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।**
**সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ১১১ ॥**

প্রভুর শ্রীরূপকে "প্রিয়ঃ সোহয়ং" শ্লোকপঠনে আদেশ ; শ্রীরূপের লজ্জা ও মৌন ঃ—

**"পূর্ব্বশ্লোক পড়, রূপ", প্রভু আজ্ঞা কৈলা।**
**লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিলা ॥ ১১২ ॥**

স্বরূপের শ্লোকপঠন, তচ্ছ্রবণে সকলের বিস্ময় ঃ—

**স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।**
**শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩ ॥**

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১১৪ ॥

রামানন্দাদি ভক্তের অনুমান—প্রভুকৃপাফলেই শ্রীরূপকর্ত্তৃক প্রভু-ভাবাবগতি ঃ—

**রায়, ভট্টাচার্য্য বলে,—"তোমার প্রসাদ বিনে।**
**তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৫ ॥**
**আমাতে সঞ্চারি' পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।**
**যে-সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬ ॥**
**তাতে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।**
**তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥" ১১৭ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপকে "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকপঠনে আদেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—কহ "রূপ, নাটকের শ্লোক।**
**যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥" ১১৮ ॥**

প্রথমে স্বকৃত শ্লোক-পঠনে লজ্জা, পরে পঠন ঃ—

**বার বার প্রভু তাতে আজ্ঞা যদি দিলা।**
**তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১১৯ ॥**

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মল-মতি, শীলতা-ধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধসকলও দৃষ্টি করেন না ; অতিস্বল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।

## অনুভাষ্য

১০৭। আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ—আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে প্রদানরূপ অনুগ্রহ পর্য্যন্ত করেন।

১০৮। অয়ং নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মলা নৈসর্গিক-রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিতা মতিঃ যস্য সঃ) পুরুষোত্তমঃ (কৃষ্ণঃ,—'কমলেক্ষণঃ' ইতি পাঠান্তরে) শীলেন (সৎস্বভাবেন) ভৃত্যস্য (কিঙ্করস্য) গুরূন্ (মহতঃ) অপি অপরাধান্ ন পশ্যতি ; মনাক্ (ঈষৎ) অপি কৃতাং (অনুষ্ঠিতাং) সেবাং বহুধা (বহুপ্রকারতয়া) অভ্যুপৈতি (অঙ্গীকারোতি) ; পিশুনেষু (খলেষু দুর্জ্জনেষু বা) অপি অভ্যসূয়াং (দোষদৃষ্টিং) ন আবিষ্করোতি (ন প্রকাশয়তি)।

১১৪। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ব্বে—মধ্য, ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

১১৭। হৃদয়ানুবাদ—মনোভাব-কীর্ত্তন।

১২০। অন্ত্য, ১ম পঃ ৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২০ ॥

রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের তচ্ছ্রবণে বিস্ময়-সুখ ঃ—

**যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায় ।**
**শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥ ১২১ ॥**

অদ্বিতীয় কৃষ্ণনামমাধুরী-দ্যোতক শ্লোক ঃ—

**সবে বলে,—"নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার ।**
**এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥" ১২২ ॥**

শ্রীরায়-রূপ-সংলাপ বর্ণন ; রায়কর্ত্তৃক মূলগ্রন্থের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

**রায় কহে,—"কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি?**
**যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি??" ১২৩ ॥**

স্বরূপকর্ত্তৃক নাটকদ্বয়ের পরিচয়-প্রদান ঃ—

**স্বরূপ কহে,—"কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে ।**
**ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪ ॥**
**আরম্ভিয়া ছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ।**
**দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫ ॥**

ব্রজলীলাত্মক-বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলাত্মক-ললিতমাধব ঃ—

**বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব ।**
**দুই নাটকে প্রেমরস অদভুত সব ॥" ১২৬ ॥**

শ্রীরূপকে রায়ের বিদগ্ধমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

**রায় কহে,—"নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি?"**
**শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১২৭ ॥**

জগন্মঙ্গলবিধাত্রী কৃষ্ণলীলা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে মঙ্গলাচরণে (১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥ ১২৮ ॥

রায়কর্ত্তৃক স্বাভীষ্টদেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

**রায় কহে,—"কহ ইষ্টদেবের বর্ণন ।"**
**প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯ ॥**

প্রভুর সনির্ব্বন্ধ আদেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"কহ না কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে?**
**গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে??" ১৩০ ॥**

শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ শ্লোক-পঠন, তচ্ছ্রবণে প্রভুর বাহ্যে কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ ঃ—

**তবে রূপ-গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল ।**
**শুনি' প্রভু কহে,—'এই অতি স্তুতি হৈল ॥' ১৩১ ॥**

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকশ্রবণে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

**সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া ।**
**কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা ॥ ১৩৩ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৮। এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয়সংসার-মার্গ-ভ্রমণজনিত তোমার অসত্তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন্। এই হরিলীলা-শিখরিণী চান্দ্রীসুধার মধুরিমাজনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

### অনুভাষ্য

১২৬। 'বিদগ্ধমাধব' ১৪৫৪ শকাব্দায় এবং 'ললিতমাধব' ১৪৫৯ শকাব্দায় রচিত হয়। ১৪৩৭ শকাব্দায় এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রসঙ্গে শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর আলাপ হইতেছে।

১২৭। এখন শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকৃত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১২৮। চান্দ্রীণাং (চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং) সুধানাম্ অপি মধুরিমোন্মাদদমনী (মধুরিমোন্মাদনাহেতু যঃ উন্মাদঃ—'অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনী' ইতি যোঽহঙ্কারঃ তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ (রাধাদীনাং প্রণয়াঃ এব ঘনসারাঃ কর্পূরাঃ তৈঃ) সুরভিতাং (সৌগন্ধ্যং, পক্ষে মনোহারিত্বং) দধানা হরিলীলা-শিখরিণী (হরিলীলারূপা রসালা) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) তে (তব) সন্তাপোদ্গমবিষমসংসার-সরণীপ্রণীতাং (সন্তাপানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ উদ্গমো যস্যাম্ এবম্ভূতা যা বিষমা দেবনর-স্থাবরত্ব-প্রাপক-লক্ষণা সংসাররূপা সরণী পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতাং) তৃষ্ণাং হরতু (দূরীকরোতু)।

১৩২। আদি ৩য় পঃ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত বিদগ্ধমাধব-টীকা—'মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরিলীলারসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বঃ যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ, পক্ষে, সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুমবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাম্?—অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। ননু কপিল-দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং পূর্ব্বং কিং নোপ-দিষ্টম্? তত্রাহ—সকলরসসদ্ভাবেঽপি উন্নতঃ উজ্জ্বলঃ রসো

রায়কর্ত্তৃক বিদগ্ধমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয়-জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটকে লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তর-দান ঃ—

**রায় কহে,—"কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান?"**
**রূপ কহে,—"কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক' নাম ॥" ১৩৪ ॥**

নাটকচন্দ্রিকায় (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৫ ॥

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অভিনয়কারী নায়কাদির (নাটকোল্লিখিত ব্যক্তি-গণের) নাম—'পাত্র'; যথা, সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৩ শ্লোকে —"দিব্যমর্ত্ত্যো স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ। সূচয়েদ্বস্তু-বীজং বামুখং পাত্রমথাপি বা।।" 'আমুখ'-শব্দের অর্থ,—যথা, নাটকচন্দ্রিকায়—"সূত্রধারো নটী ব্রূতে স্বকার্য্যং প্রতিযুক্তিতঃ। প্রস্তুতাক্ষেপিচিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতম্।।"* রামানন্দ-রায়ের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে, এই নাটকে অভিনেতা পাত্রদিগের সন্নিধান (রঙ্গস্থলে উপস্থিতি) কোন্ 'আমুখে' (প্রস্তাবনায়) হইয়াছে? শ্রীরূপের উত্তর,—কালসাম্যে (উপস্থিত সেই সময়ে) 'প্রবর্ত্তক' (রঙ্গস্থলে প্রবেশ)-রূপ আমুখেই পাত্র-সন্নিধান হইয়াছে।

১৩৫। উপযুক্ত (উপস্থিত) কালদ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হইয়া (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গপ্রবেশকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

## অনুভাষ্য

যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ম্; তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপ-দিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ?—পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াম্ উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়ামুদিতঃ শচীনন্দন-স্বরূপসিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়তীতি ধ্বনিঃ।।"✣

১৩৪। অন্ত্য ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। আমুখ বা প্রস্তাবনা, —পাঁচপ্রকার; যথা সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৮ শ্লোকে— "উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা। প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা-ভিদাঃ।।" অর্থাৎ (১) উদ্ঘাত্যক, (২) কথোদ্ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্ত্তক, (৫) অবগলিত,—এই পাঁচ-প্রকারে নাটকের 'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা' হয়। নাটকচন্দ্রিকায়—

**তস্যোদাহরণং যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (১।১০) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৬ ॥

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। বসন্তকাল উদিত হইয়াছে; পৌর্ণমাসী নিশাকালে এই সময়ে নবানুরাগপ্রাপ্ত সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-সৌন্দর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ পরমসুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করাইবেন। এই শ্লোকের অর্থ দুইপ্রকার—অর্থাৎ, চন্দ্র-পক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

## অনুভাষ্য

"ত্রীণ্যামুখাঙ্গান্যুচ্যন্তে কথোদ্ঘাত-প্রবর্ত্তকম্। প্রয়োগাতিশয়-শ্চেতি তথা বীথ্যঙ্গযুগ্মকম। উদ্ঘাত্যকাবলগিতসংজ্ঞকং মুনিনো-দিতম্।।" শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কয় প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারে নাটকের প্রস্তাবনা হইয়াছে?' তদুত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন,—'উক্ত কয়প্রকারের মধ্যে 'প্রবর্ত্তক'-প্রকার গৃহীত হইয়াছে।' সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৯২ শ্লোকে —"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্‌যত্র বর্ণয়েৎ। তদাশ্রয়স্য পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্ত্তকম্।।" অর্থাৎ সূত্রধার উপস্থিত যে-কালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণন করেন, যদি সেই কালাশ্রয়ে নটরূপী পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

১৩৫। কালসাম্যেন (প্রবৃত্তকালাশ্রয়েণ) আক্ষিপ্তঃ (প্রেষিতঃ সন্ উপস্থিতং কালম্ আশ্রিত্যেত্যর্থঃ) পাত্রস্য (নটস্য) প্রবেশঃ (এব, 'প্রবৃত্তিঃ' ইতি বা পাঠঃ) 'প্রবর্ত্তকং' স্যাৎ।

১৩৬। যস্মিন্ (বসন্ত-সময়ে) অসৌ গূঢ়গ্রহা (চন্দ্রজ্যোৎস্না-তিশয়েন গূঢ়াঃ আবৃতরশ্ময়ঃ গ্রহাঃ যস্যাং সা) পৌর্ণমাসী (তিথিঃ) নিশি উপোঢ়নবানুরাগম্ (উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবঃ অনুগতঃ রাগঃ রক্তিমা যেন তং) পূর্ণং তমীশ্বরং (তম্যাঃ রজন্যাঃ ঈশ্বরং চন্দ্রং) রুচিরয়া (শোভনয়া) রাধয়া (বিশাখা-নক্ষত্রেণ সহ) রঙ্গায় (শোভার্থং) সঙ্গং (সঙ্গমম্) অয়িতা (প্রাপয়িতা), সঃ অয়ং

** সাহিত্যদর্পণে—যদি নাটক দেবতা-বিষয়ে হয়, তবে সেই নট দেবতা-রূপে, মনুষ্য-বিষয়ক হইলে মনুষ্য-রূপে এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়-বিষয়ক হইলে দেবতা ও মনুষ্য যে-কোন একটী রূপে বস্তুবীজ অথবা আমুখ কিংবা পাত্রের সূচনা করিবেন। 'আমুখ'—সূত্রধার প্রতিযুক্তি অনুসারে প্রস্তুত-বিষয়ের বিচিত্র উক্তিদ্বারা যে নিজকার্য্য নটীকে বলেন, তাহা 'আমুখ'-নামে কথিত হয়।*

*✣ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি ব্যতীত হরিলীলার রসাস্বাদন সিদ্ধ হয় না—ইহাই অভিপ্রায়। 'বঃ' অর্থাৎ তোমাদিগের, হৃদয়রূপ গুহায় শচীনন্দন-রূপ শ্রীহরি, পক্ষে শচীনন্দন-রূপ সিংহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক্—যে শচীনন্দন কলিকালে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' অর্থাৎ নিজভজন-সম্পত্তি করুণাবশতঃ সমর্পণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহা কি-প্রকার? 'অনর্পিতচরীং' অর্থাৎ তাহা কাহারও দ্বারা পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই। যদি বল, কপিলদেব প্রভৃতি কি নিজ মাতৃগণকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন নাই? সেস্থলে বলা হইতেছে, সমস্ত রস বিদ্যমান হইলেও উন্নতোজ্জ্বল রস যাহাতে, সেই ভক্তিসম্পত্তি তথা উজ্জ্বলরস-প্রধানা ভক্তি উপদিষ্ট হয় নাই—এই ভাব। সেই শচীনন্দন কি-প্রকার? পুরট*

**রায় কহে,—"প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি?"**
**রূপ কহে,—"মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥" ১৩৭ ॥**

বিদগ্ধমাধবে (১।৮) সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিকোক্তি—
ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৮ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৬) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—
অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্ ।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩৯ ॥

**রায় কহে,—"কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ?**
**পূর্ব্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন??" ১৪০ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। প্ররোচনা—দেশ, কাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাই 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন ; গোপবধূ-প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই প্রবন্ধও নানাগুণে পল্লবিত ; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ ; অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডলের এই পরিপক্কাবস্থা উন্মীলিত হইয়াছে।

১৩৯। হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ আমা হইতেও এই হরিগুণবর্ণনময়ী রচনা অভিব্যক্তা (প্রকটিতা) হইয়া আপনাদের সিদ্ধার্থ (সিদ্ধ মনোরথ) বিধান করুক্। (অতি নীচ-জাতি) পুলিন্দকর্ত্তৃক সমিধসংঘৃষ্ট (অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে মথিত) অগ্নি কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা (মল) হরণ (নাশ) করিতে পারে না?

### অনুভাষ্য

বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় (সমুপাগতঃ—এতেন কালবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; পক্ষে,—গূঢ়ঃ গ্রহঃ আগ্রহঃ যস্যাঃ সা ভগবতী পৌর্ণমাসী, তং প্রসিদ্ধং পূর্ণম্ ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং রুচিরয়া শোভনয়া রাধয়া সহ রঙ্গায় কৌতুকরহস্যম্ আবিষ্কর্ত্তুং সঙ্গময়িতা)।

১৩৭। প্ররোচনা—(নাটকচন্দ্রিকায়)—'দেশকালকথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা॥" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৬ শ্লোকে—"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে। অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।।"* —'প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখীকরণং প্ররোচনা" অর্থাৎ প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রবৃত্তি-উন্মুখীকরণের নাম 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলধিয়াম্ (অপ্রতিহতবুদ্ধীনাং চতুরাণাং) ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বরূপতঃ এব উজ্জ্বলঃ) বর্গঃ (সমূহঃ) উদগাৎ

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। পূর্ব্বানুরাগ—পূর্ব্বরাগ ; বিকার—প্রণয়বিকার (দিব্যোন্মাদ-জনিত ব্যাধি) ; চেষ্টা—প্রেমোত্থ দৈহিক ক্রিয়া ; কামলিখন—গোপীদিগের প্রেমপ্রকাশিকা লিপি। প্রভু সেই প্রেমোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীরূপ সকলই বলিলেন।

### অনুভাষ্য

(উদয়ং প্রাপ্তবান্—এতেন পাত্রবৈশিষ্ট্যমুক্তম্) ; [এবং] বল্লববধূ-বন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সঃ অসৌ (বিদগ্ধমাধবস্বরূপঃ) প্রবন্ধঃ অপি শীলৈঃ (স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ) পল্লবিতঃ (বিস্তারিতঃ) ; [তথা চ অত্র গ্রন্থে সর্ব্বমেব বর্ণনং স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারময়ম্—এতেন বস্তু-বৈশিষ্ট্যমুক্তম্] , বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ (বৃন্দাটব্যাঃ রাসপীঠস্বরূপা গর্ভ-ভূমিঃ) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্যবিধেঃ) চত্বরতাম্ (অঙ্গনতাং, নৃত্য-স্থলতাং বা) লেভে (প্রাপ্তবতী,—এতেন দেশবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; অতঃ) অয়ং মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকঃ (মদ্বিধানাং মাদৃশজনানাং পুণ্যমণ্ডলস্য সুকৃতিনিচয়স্য পরীপাকঃ উৎকর্ষঃ) উন্মীলতি (প্রকাশতে)।

১৩৯। ভোঃ বুধাঃ (সভ্যাঃ,) প্রকৃতিলঘুরূপাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুস্বরূপাৎ বরাকাৎ ; সরস্বতী তু গ্রন্থকর্ত্তুঃ তদ্ দৈন্য-মসহমানা তং রূপগোস্বামিনং স্তৌতি—প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি ইতি নিবধ্নাতি ইত্যর্থঃ) মত্তঃ (সকাশাৎ) অভিব্যক্তা (প্রকাশিতা) ইয়ং হরিগুণময়ী (তদ্ বর্ণনময়ীত্যর্থঃ) কৃতিঃ (বিদগ্ধমাধবনাটকরূপিণী কবিতা) অপি বঃ (যুষ্মান্) সিদ্ধার্থান্ (সিদ্ধমনোরথান্ অভিলষিতান্) বিধাত্রী (বিধাতুং শীলং অস্যাঃ ইতি বিধানং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ, যতঃ) পুলিন্দেন (অতি-নীচাস্পৃশ্যজাতিনা) অপি সমিধং (কাষ্ঠম্) উন্মথ্য জনিতঃ (মথ-নেন সঞ্জর্ষণেন বা জাতঃ) অগ্নিঃ অপি হিরণ্যশ্রেণীনাং (সুবর্ণ-সমূহানাম্) অন্তঃকলুষতাং কিমু ন অপহরতি (দূরীকরোতি?—তথা চ যুষ্মাকমপ্যন্তর্বিরহদুঃখমেষা কৃতিরপহরত্যেবেত্যর্থঃ)।

---

*অর্থাৎ সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দরকান্তি-সমূহদ্বারা সম্যক্ দীপিত। এইপ্রকার হইয়া পর্ব্বতগুহায় উদিত সিংহ যেরূপ তত্রস্থ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তোমাদিগের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দনরূপ সিংহ হৃদ্রোগ-রূপ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকেন—এই অভিপ্রায়।*

** (নাটকচন্দ্রিকায়—) দেশ-কাল-কথা, বস্তু ও সভ্যগণের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাগণকে উন্মুখীকরণই প্ররোচনা-নামে কথিত। (সাহিত্য-দর্পণে—) প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ—এই চারিটী অঙ্গের মধ্যে কবির কাব্য ও সভ্য প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া শ্রোতাদের অভিনয়-বিষয়ে আকৃষ্ট করাকে প্ররোচনা বলা হয়।*

**ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল ।**
**শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥ ১৪১ ॥**

**তত্র রত্যুৎপত্তিহেতুর্যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।৯) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ১৪২ ॥

**তত্র বিকারো যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।৮) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা ।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৪৩ ॥

**তত্র প্রাকৃত ভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৩) কৃষ্ণসমীপে মধুমঙ্গল-কর্ত্তৃক ললিতানীত শ্রীরাধিকালিখিত পত্র-পঠন—
ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্হি?? ১৪৪ ॥

**তত্র চেষ্টা যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।১৫) পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি—
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি ।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥১৪৫॥

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন,—কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে ; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে ; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

১৪৩। হে সখি, রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসান হইবে।

১৪৪। হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ ধারণপূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ ; আমি যে দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর। শ্লোকের সংস্কৃত ভাষান্তর—"ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে।।"

১৪৫। সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন ; গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন ; কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না।

## অনুভাষ্য

১৪০।কামলিখন—(উজ্জ্বলনীলমণিতে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ২৬ শ্লোক)—"স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে।।"

১৪২। [হে সখি,] একস্য (পরপুরুষস্য) 'কৃষ্ণ' ইতি নামাক্ষরং শ্রুতম্ এব [মম রাধায়াঃ] মতিং (স্ত্রীজনোচিতাং পাতিব্রত্য-বুদ্ধিং) লুম্পতি (ছিনত্তি,—প্রথমং কৃষ্ণনামাক্ষর-মাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামিনি কৃষ্ণে রতিমুবাহেত্যর্থঃ) ; অন্যস্য (দ্বিতীয়স্য পুরুষান্তরস্য) বংশীকলঃ (মুরলীধ্বনিঃ) [শ্রুতঃ সন্] সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং (ঘনীভূত-দিব্যোন্মাদধারাম্) উপনয়তি (প্রাপয়তি,—ততশ্চ বংশীনাদং পরম-মধুরত্বেনাস্বাদ্য তদ্বংশী-বাদিনি রতিমুবাহেত্যর্থঃ); পটে বীক্ষণাৎ হেতোঃ এষঃ (অপরঃ তৃতীয়-পুরুষান্তরঃ) স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ (প্রীতিপ্রদমেঘপ্রভঃ) মে (মম) মনসি (হৃদয়ে) লগ্নঃ (একীভূতঃ সংসক্তঃ, সঙ্গতঃ ভবতি ; ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং নেত্রাভ্যাং সকৃদেবাস্বাদ্য তদ্ভেদেন তস্মিন্ রতি-মুবাহেত্যর্থঃ) ; ধিক্ কষ্টং ভোঃ, পুরুষত্রয়ে (কৃষ্ণাভিধে, মুরলী-নিনাদকারিণি, ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যামরূপিণি নায়কত্রয়ে কুলাঙ্গানায়াঃ মম প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা, কিমুত তৎত্রয়ে) মম রতিঃ অভূৎ ; [অতঃ হেতোঃ] মৃতিঃ (মৃত্যুঃ এব) শ্রেয়সী (কল্যাণাস্পদম্ ইতি) মন্যে [মৃত্যুং বিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতির্ধিক্-কারিণ্যেবেতি ভাবঃ]।

১৪৩। হে সখি, ইয়ং রাধা-হৃদয়বেদনা—সুদুঃসাধ্যা, যত্র চিকিৎসা কৃতা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবসতি (বেদনায়াঃ অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাৎ, তথা চ পুরুষত্রয়ে একক্ষণম্ এব বাসনাবত্যা মম একপুরুষানয়নেঽপি বেদনা ন যাস্যতীতি ভাবঃ)।

১৪৪। হে সুন্দর, তুমং (ত্বং) পড়িচ্ছন্দগুণং (প্রতিচ্ছন্দ-গুণং চিত্রপটরূপং) ধরিঅ (ধৃত্বা) মহ (মম ) মন্দিরে বসসি (তিষ্ঠসি) ; জহ জহ (যথা যথা) চইদা (চকিতা সতী) পলাএম্হি (পলায়ে) তহ তহ (তথা তথা ত্বং) বলিঅং (বলিতং বলযুক্তং যথা স্যাৎ তথা) রুন্ধসি (রুণৎসি)।

১৪৫। হে ভগবতি পৌর্ণমাসি, অসৌ (রাধা) অগ্রে (সম্মুখে) শিখণ্ডখণ্ডং (ময়ূরপুচ্ছং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অচিরাৎ (আশু) উৎ-কম্পম্ আলম্বতে, গুঞ্জানাং তু বিলোকনাৎ (সন্দর্শনাৎ) সাস্রং (অশ্রুযুক্তং সন্) মুহুঃ পরিক্রোশতি ;—[অহং] নো জানে, কঃ

**তত্র ব্যবসায়ো যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৭) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্ ।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ১৪৬ ॥

**রায় কহে,—"কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?"**
**রূপ কহে,—"ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক 'ভাব' ॥" ১৪৭ ॥**

বিদগ্ধমাধবে (২।১৮) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

**রায় কহে,—"কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ ।"**
**রূপ-গোসাঞি কহে,—"সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥" ১৪৯॥**

বিদগ্ধমাধবে (৫।৪) মধুমঙ্গলের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী ।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫০ ॥

**রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (২।৪০) মধুমঙ্গলসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি ।
কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ১৫১ ॥

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তখন হে সখি, তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না ; তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ একটী কার্য্য করিতে পার,—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার তনুকে চিরকাল রাখিও।

১৪৯। রায় প্রেমের 'সহজ' লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ উত্তর করিলেন,—প্রেম-ধর্ম্মই 'সাহজিক'।

১৫০। স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রেমের প্রক্রিয়া এই-রূপ ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে ; (প্রিয়ের মুখে স্বীয়) নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণপূর্ব্বক (প্রভূত) আনন্দ প্রদান করে ; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তাহার কোন গুণ দেখিলে (তাহাতে প্রেমের) বৃদ্ধিও হয় না।

### অনুভাষ্য

অয়ং নবীনগ্রহঃ অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাম্ (অত্যাশ্চর্য্য-বিলাসমত্ততাং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) বালায়াঃ (রাধায়াঃ) চিত্ত-ভূমিং (হৃদয়ক্ষেত্রং) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্)।

১৪৬। হে বিশাখে, যদি কৃষ্ণঃ ময়ি অকারুণ্যঃ (নিষ্ঠুর) অভূৎ, তর্হি) তব কথং ময়ি আগঃ (অপরাধঃ ভবেৎ? তস্মাৎ) মুধা (ব্যর্থং) মা রোদীঃ ; হে সখি, পরং [তু] তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্ব্বল্লরিঃ (কলিতা নিহিতা দোর্ব্বল্লরিঃ ভুজলতা যয়া সা) ইয়ং মে (মম) তনুঃ বৃন্দারণ্যে যথা চিরং (সদা) অবিচলা [সতী] তিষ্ঠতি, তথা ইমাম্ উত্তর-কৃতিম্ (অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম) কুরু [প্রাণত্যাগানন্তরং তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতা ভুজরূপলতা যস্যাঃ এবম্ভূতা মম তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে তিষ্ঠতি, তথা করণীয়া]।

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করত চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে কোনমতে শান্তি বা ধৈর্য্য-ভাব বিধানপূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়, আমি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একে-বারেই উন্মূলিত করিলাম।

### অনুভাষ্য

১৪৭। ভাব—প্রেম।

১৪৮। মধ্য, ২য় পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। যত্র (প্রেম্ণি) স্তোত্রং (প্রশংসা-বাক্যং) তটস্থতাং (নিরপেক্ষতাং) প্রকটয়ৎ (দর্শয়ৎ সৎ) চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে ; নিন্দা অপি পরিহাসশ্রিয়ং (কৌতুকশোভাং) বিভ্রতী (ধৃতবতী সতী) প্রমদম্ (আনন্দং) প্রযচ্ছতি (দদাতি) ; কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতাং ন, গুণেন গুরুতাং ন চ আতন্বতী (বিস্তারয়িত্রী,—কমপি গুণাদিকম্ উপাধিম্ আলম্ব্য জায়তে চেৎ, তদা দোষ-দর্শনেন ক্ষীণো ভবতি, গুণদর্শনেন সমৃদ্ধো ভবতি, পরন্তু অত্র নিরুপাধিস্তু দোষগুণৌ নাপেক্ষতে)—কস্যচিৎ স্বারসিকস্য (সাহজিকস্য) প্রেম্ণঃ ইয়ং প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি (হৃদয়ে খেলতি)।

১৫১। ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী রাধিকা) মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা প্রেমাঙ্কুরং (নবায়মানং প্রেমাণং) ভিন্দতী [সতী] বিধুরে (দুঃখিতে বেদনাযুক্তে) স্বান্তে (নিজহৃদয়ে) শান্তিধুরাং (ধৈর্য্যাতি-শয়ং) বিধায় (অবলম্ব্য) পরাঞ্চিষ্যতি (বিমুখীভবিষ্যতি) ; কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুকপরিত্রস্তা (পামরঃ দুর্দ্দান্তঃ কামঃ কন্দর্প তস্য কার্ম্মুকাঃ শরাঃ তৈঃ পরিত্রস্তা ভীতা সতী) অসূন্ (প্রাণান্) বিমোক্ষ্যতি (ত্যক্ষ্যতি); হা (কষ্টং ভোঃ) মৌগ্ধ্যাৎ (মোহাৎ)

বিদগ্ধমাধবে (২।৪১) বিশাখাকর্ত্তৃক প্রবোধ্যমানা শ্রীরাধার উক্তি—
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্‌ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ১৫২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমিব হি ন জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ১৫৩ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৭) শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে ললিতার উক্তি—
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ১৫৪ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৩।৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—
হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ১৫৫ ॥

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫২। হে সখি, যাঁহার আলিঙ্গন-সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোক-দিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের অধ্যাসিত (আশ্রিত) যে (পাতিব্রত্য) ধর্ম্ম, তাহাকেও যাঁহার জন্য (আশ্রয়িতব্য) বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই ; হায়, সেই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্।

১৫৩। আমি নিজের সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম,—কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে কিছুমাত্র জানিতাম না! এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যায্য?

## অনুভাষ্য

ময়া মৃদ্বী (জাতাঙ্কুরত্বাৎ কোমলা) ফলিনী (ফলোন্মুখা) মনো-রথলতা (অভিলাষ-বল্লরী) উন্মূলিতা (উৎপাটিতা)।

১৫২। হে সখি, যস্য (কৃষ্ণস্য) উৎসঙ্গসুখাশয়া (উৎকটসঙ্গা-নন্দবাসনয়া), গুরুভ্যঃ (পূজ্যবর্গেভ্যঃ সকাশাৎ) গুর্ব্বী (মহতী) ত্রপা (লজ্জা) শিথিলতা (উপেক্ষিতা) ; তথা প্রাণেভ্যঃ অপি সুহৃত্তমাঃ (পরমপ্রেষ্ঠাঃ) যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ (তাপিতাঃ) ; সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ (সেবিতঃ যঃ) মহান্ ধর্ম্মঃ (পাতিব্রত্যরূপঃ সঃ) অপি ময়া (কুলবধ্বা) ন গণিতঃ, তৎ (তেন কৃষ্ণেন) উপেক্ষিতা (অনাদৃতা) অপি যৎ (যতঃ) অহং পাপীয়সী জীবামি, [তৎ তস্মাৎ মম] ধৈর্য্যং ধিক্।

১৫৩। [হে বকীহন্তঃ,] নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ (বলবত্ত্বাৎ) গৃহান্তঃখেলন্ত্যঃ বয়ং কিমপি অভদ্রং (দুঃখং) ভদ্রং (সুখং) বা মনাক্ (ঈষদপি) ন জানীমহি ; কথং বয়ং কাম্ (এতাদৃশীং কাঞ্চিৎ) অপি অশরণাম্ (আশ্রয়রহিতাং) দশাং নেতুং যুক্তাঃ (ধর্ম্মসঙ্গতাঃ ভবামঃ? যদি চ নীতা দশামেতামধুনাপি, তদা)

কথং বা তে (তব) উদাসীনপদবী (ঔদাসীন্য-দশা) প্রথয়িতুং (প্রকটয়িতুং) ন্যায্যা (ন্যায়োচিতা?—তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায়ঃ ইতি ভাবঃ)।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ-প্রণয়-হাস্য (প্রচুর বঞ্চনাকারক নিষ্ঠুর হাস্য) পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতী রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীরপল্লীলম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্যপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙ্গিয়া, গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করত নবরসস্বরূপা রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ?

## অনুভাষ্য

১৫৪। বয়ম্ অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ (অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ—মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ) অদ্য যাম্যাং পুরীং কিল (নিশ্চিতং) যামঃ ; তথাপি [অনেন অকারুণ্যং ব্যজ্যতে], অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চনসঞ্চয়-প্রণয়িনং (বঞ্চনস্য সঞ্চয়ঃ সমূহঃ তস্য প্রণয়িনং করণশীলং) হাসং ন উজ্ঝতি (ন পরিহরতি)! হা মেধাবিনি (বুদ্ধিমতি) রাধিকে, গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে (ব্যাপ্তে) অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে (আভীরপল্লীনাং ব্রজনাগরীণাং বিটে কামুকে কৃষ্ণে) তব গরী-য়ান্ (মহান্) প্রেমা কথম্ অভূৎ? [অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কামান্ধীকৃতধিয়াং, মেধাবিন্যাস্তব তু ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ]।

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব (কৃষ্ণসিন্ধো), ধবতরোঃ (পতিরূপ-বৃক্ষস্য) অন্তিকং (সমীপং) দূরে পথি হিত্বা (ত্যক্ত্বা) ধর্ম্মসেতোঃ (কুলধর্ম্মঃ এব সেতু তস্য) ভঙ্গোদগ্রা (ভঙ্গে উদগ্রং যস্যাঃ সা, ভঙ্গসমর্থা) গুরুশিখরিণং (গুরুজনরূপং শৈলং) রংহসা (বেগেন) লঙ্ঘয়ন্তী (অতিক্রামন্তী) সতী, নবরসা (নবঃ নূতনঃ

রায় কহে,—"বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?? ১৫৬ ॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।"
ক্রমে রূপ-গোসাঞিঞ কহে করি' নমস্কার ॥ ১৫৭ ॥

তত্র বৃন্দাবনং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।২৩-২৪)—

যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের উক্তিদ্বয়—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৮ ॥
বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১৫৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৩১) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী-শিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ১৬০ ॥

তত্র মুরলী যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (৩।১) ললিতার প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ১৬১ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।১৭) বিশাখার সমক্ষে শ্রীরাধার উক্তি—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। আম্রমুকুলসমূহের মধুদ্বারা মধুর, সুগন্ধি নিস্যন্দন-দ্বারা মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দে পরিপূর্ণ, চন্দন-পর্ব্বত (মলয়)-প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

১৫৯। দেখ, এই বৃন্দাবন—দিব্যলতায় বেষ্টিত ; লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে ; পুষ্পগুলি মধুকরদ্বারা স্ফীত হইয়াছে ; মধুকরগুলি—শ্রুতিহারিগীত-পরায়ণ।

১৬০। হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দকে নানা-ভাবে আনন্দিত করিতেছে, কোনস্থলে ভৃঙ্গীগণের গীত হইতেছে, কোনস্থল মলয়ানিলদ্বারা শীতল হইতেছে, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোনস্থলে মল্লিকাফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোনস্থলে বা ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফলসমূহ রসভরে রসনিঃসরণ করিতেছে।

১৬১। তিন অঙ্গুলীপরিমিত, ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয়পার্শ্বে অরুণমণিদ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল-শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকো-

## অনুভাষ্য

রসঃ শান্তাদি-শৃঙ্গারান্তঃ রসঃ যস্যাং সা) রাধিকাবাহিনী (রাধিকারূপা নদী) ত্বাং কৃষ্ণসমুদ্রং লেভে (প্রাপ্তবতী) ; ত্বং চ বাগ্মীচিভিঃ (বাক্যৈঃ এব তরঙ্গৈঃ) কিমিব অস্যাঃ (রাধানদ্যাঃ) বিমুখীভাবং (বৈমুখ্যং) তনোষি (বিস্তারয়সি)?

১৫৮। [হে মধুমঙ্গল], মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য (মাকন্দপ্রক-রাণাম্ আম্রমুকুলসমূহানাং মকরন্দস্য) মধুরে সুগন্ধৌ বিনিস্যন্দে মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (বন্দীকৃতম্ আবদ্ধং মধুপ-বৃন্দং ভৃঙ্গকুলং যেন তৎ) চন্দনগিরেঃ (মলয়পর্ব্বতস্য) মন্দোন্ন-তিভিঃ (মৃদুসঞ্চালিতৈঃ) অনিলৈঃ (সমীরণৈঃ) কৃতান্দোলং (কম্পিতং, পরিচালিতম্) ইদং বৃন্দাবিপিনং মম অতুলম্ আনন্দং তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধয়তি)।

১৫৯। [হে শ্রীদামন্, ইদমেব] বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং (দিব্যবল্লরীবেষ্টিতং) ; লতাঃ চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ (পুষ্পৈঃ স্ফুরিতং অগ্রং ভজন্তি যাঃ তাঃ), পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি (স্ফীতাঃ প্রমত্তাঃ মধুপাঃ যেষু তানি) ; মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারি-গীতাঃ (কর্ণরসায়নং গীতং যেষাং তে)।

১৬০। [হে মধুমঙ্গল], ইদং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং (চক্ষু-কর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনাং) বৃন্দং (সমূহং) প্রমদয়তি (আহ্লা-দয়তি) ; [যথা,—কর্ণপ্রমদায়] ক্বচিৎ ভৃঙ্গীগীতং ; [ত্বগিন্দ্রিয়-সুখায়] ক্বচিৎ অনিল-ভঙ্গীশিশিরতা (অনিলস্য বায়োঃ ভঙ্গী মান্দ্যং তয়া শিশিরতা শৈত্যং—মন্দানিলস্য শৈত্যমিত্যর্থঃ) ; [নেত্রানন্দায়] ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং (লতানৃত্যং) ; [নাসা-প্রমদায়] ক্বচিৎ অমলমল্লীপরিমলঃ (মল্ল্যাঃ মল্লিকায়াঃ অমলঃ অবিমিশ্রঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ) ; [জিহ্বা-সুখায়] ক্বচিৎ ধারাশালী (পংক্তিক্রম-বিন্যাসবিশিষ্টা) করকফলপালীরসভরঃ (করকফলপালী দাড়িম্ব-ফলশ্রেণী তস্যাঃ রসাধিক্যম্)।

১৬১। উভয়তঃ (বংশ্যাঃ শিরসি পুচ্ছে চ) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্ (অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং স্থলং ব্যাপ্য) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীল-মণিভিঃ) পরামৃষ্টা (ব্যাপ্তা, খচিতা) অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ (খচিতৌ) [অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য দ্বৌ পরিসরৌ] তৎপরিসরৌ (মুখপুচ্ছোভয়-প্রদেশে) বহন্তী, তয়োঃ (পরিসরয়োঃ) মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমলজাম্বূনদময়ী (হীরৈঃ উজ্জ্বলং দীপ্তং যৎ বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং সুবর্ণং তন্ময়ী) ইয়ং কল্যাণী (কল্যাণময়ী)

কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৪।৭) পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ১৬৩ ॥

**তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (১।২৭)—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলোক্তিকালে আকাশধ্বনি—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৪ ॥

**তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (১।১৭) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৫ ॥

ললিতমাধবে (৪।২৭) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছেন।

১৬২। হে সখি, মুরলি, তুমি—সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনাগণের বিমোহনকারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

১৬৩। হে সখি মুরলি, তুমি—মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন, নীরস ও জটীল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়হেতু কৃষ্ণ-বদন-চুম্বনানন্দঘনত্বময় কৃষ্ণকরালিঙ্গন-ভজন স্বীকার করিতেছ?

১৬৪। মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকার করত, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, ধীর-স্থির (অর্থাৎ অটল-অচল) বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল-চঞ্চল করত, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।

১৬৫। এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতিসুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন ; ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতি-বিড়ম্বক-পীতাম্বর শোভা পাইতেছে ; ইনি বন্যবেশালঙ্কারাদিদ্বারা দিব্য-বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন ;—এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহর-দ্যুতিসম্পন্ন—উজ্জ্বল কৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন।

## অনুভাষ্য

কেলি-মুরলী (কৃষ্ণক্রীড়াবংশী) হরেঃ (কৃষ্ণস্য) করে (পাণৌ) বিহরতি (বিলসতি)।

১৬২। হে মুরলিকে, সদ্বংশতঃ (উত্তমবংশদণ্ডতঃ, সৎকুলাৎ ইত্যর্থঃ) তব জনিঃ (জন্ম অভূৎ) ; পুরুষোত্তমস্য (কৃষ্ণস্য) পাণৌ (হস্তে) তব স্থিতি (বাসঃ) ; জাত্যা সরলা (অবক্রা, ঋজু) অসি ; [হে সখি] কস্মাৎ গুরোঃ [সকাশাৎ প্রসাদাৎ বা] ত্বয়া বিষমা (অসরলা) গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা (প্রাপ্তা—গোপীজন-চিত্তহরণক্ষম-মনুনা দীক্ষিতা)?

১৬৩। হে সখি মুরলি, ত্বং বিশালচ্ছিদ্রজালেন (মহাদোষ-সমূহেন) পূর্ণা (ব্যাপ্তা), লঘুঃ (লাঘববতী, গৌরবহীনা), অতি-কঠিনা (নিষ্ঠুরস্বভাবা), গ্রন্থিলা (নীবিগ্রন্থিমোচিকা), নীরসা (শুষ্কা) চ অসি, তদপি কেন পুণ্যোদয়েন (প্রাক্তনসুকৃতিনা) শশ্বৎ (নিরন্তরং) চুম্বনানন্দসান্দ্রং (চুম্বনোত্থসুখঘনং) হরিকরপরিরম্ভং (কৃষ্ণহস্তালিঙ্গনং) ভজসি (প্রাপ্নোষি)?

১৬৪। বংশীধ্বনিঃ (কৃষ্ণমুরলীনিনাদঃ) অম্বুভৃতঃ (মেঘ-গণান্) রুন্ধন্, তুম্বুরুং (গন্ধর্ব্বরাজং) মুহুঃ চমৎকৃতিপরং (বিস্ময়া-ন্বিতং) কুর্ব্বন্, সনন্দনমুখান্ (চতুঃসনপ্রমুখান্ ব্রহ্মজ্ঞানরতান্ মুনীন্) ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্ (ত্যজয়ন্), বেধসং (ব্রহ্মাণং) বিস্মাপয়ন্ (বিস্ময়মুৎপাদয়ন্), ঔৎসুক্যাবলিভিঃ (কৌতূহলানন্দপুঞ্জৈঃ) বলিং চটুলয়ন্ (চঞ্চলীকুর্ব্বন্) ভোগীন্দ্রং (নাগরাজং শেষম্) আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডাবরণং) ভিন্দন্ অভিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু, পরিতঃ) বভ্রাম।

১৬৫। অয়ং হরিঃ নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ (নয়ন-শোভয়া দণ্ডিতা দমিতা প্রবরস্য উত্তমস্য পুণ্ডরীকস্য প্রফুল্লশ্বেত-কমলস্য প্রভা শোভা যেন সঃ) নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ (নবজাগুড়স্য নবীনকুঙ্কুমস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ তাং বিড়ম্বয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং পীতবর্ণম্ অম্বরং যস্য সঃ) অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ (অরণ্যজাভিঃ বন্যাভিঃ পরিষ্ক্রিয়াভিঃ অলঙ্কারৈঃ দমিতঃ বিজিতঃ দিব্যবেশানাম্ আদরঃ যেন সঃ) হরি-ন্মণিমনোহর-দ্যুতিভিঃ (মরকতমণিবৎ মনোহরঃ যাঃ দ্যুতয়ঃ তাভিঃ) উজ্জ্বলাঙ্গঃ (উজ্জ্বলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) প্রভাতি (শোভতে)।

বংশীং কুড্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রৎভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ১৬৬ ॥

ললিতমাধবে (১।৫২) ললিতার প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১৬৭ ॥

ললিতমাধবে (১।৪৯) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৮ ॥

**তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—**

বিদগ্ধমাধবে (১।৩২) পৌর্ণমাসীর উক্তি—

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ১৬৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।২০) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥১৭০॥

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, যাঁহার বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণপদ ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গ মধ্যভাগ—কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার তির্য্যক্ কন্ধর স্তম্ভিত (স্থির), যাঁহার নেত্রাঞ্চল (অপাঙ্গদৃষ্টি) বঙ্কিম, সেই ঈষদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখপদ্মে ভ্রূরূপি-ভ্রমর-পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।

১৬৭। হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটাদ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করত, অসংখ্য মরকতমণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর্দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন।

## অনুভাষ্য

১৬৬-১৬৮। কোন কোন পাঠে ১৬৬-১৬৮ শ্লোকত্রয় ধৃত হয় নাই ; যেহেতু, শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবেরই বর্ণন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ললিতমাধব-বর্ণনার অবকাশ নাই বা প্রসঙ্গাভাব; পরবর্ত্তী ১৭২ সংখ্যাতেই তিনি শ্রীরামানন্দের নিকট ললিতমাধব-বর্ণনে আদেশ পাইতেছেন, জানা যায়।

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, পুরঃ (অগ্রে স্থিতং) জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং (বামজঙ্ঘায়াঃ অধস্তটে নিম্নদেশে সঙ্গি মিলিতং দক্ষিণপদং দক্ষিণচরণপ্রান্তং, যস্য তং), কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং (কিঞ্চিৎ ঈষৎ বিভুগ্নং ত্রিকং মধ্যভাগঃ যস্য তং) সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং (সাচি তির্য্যক্ স্তম্ভিতা নিশ্চলা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং) তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং (তির্য্যক্ সঞ্চরিতুং শীলম্ অস্য ইতি সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং নেত্রপ্রান্তং যস্য তং) কুড্মলিতে (সঙ্কুচিতে) অধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং (লোলাভিঃ পরিচালিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং) বংশীং দধানং বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং (বিভ্রতৌ ভ্রূরূপৌ ভ্রমরৌ যস্য তং) পরমানন্দং (মাধবং) স্বীকুরু।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৮। হে সখি, মহা ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহদ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন ;—ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনাসমূহের নীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুকবিশিষ্টা ইঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

১৬৯। যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বূনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

১৭০। চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে

## অনুভাষ্য

১৬৭। হে সুমুখি, পুরঃ (অগ্রে) অয়ং অপূর্ব্বঃ (অদৃষ্টাশ্রুতঃ) বিশ্বকর্ম্মা কঃ?—যঃ [যুগপৎ] নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ শিলাদিবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ, তস্য ছটাভিঃ দীপ্তিভিঃ) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি (কুলবরতনূনাং কুলবধূনাং ধর্ম্মান্ পাতিব্রত্যাদিরূপান্ এবং গ্রাববৃন্দানি পাষাণসমূহান্) ভিন্দন্, মরকতমণিলক্ষৈঃ (মরকতমণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষসংখ্যাভিঃ, মরকতমণিতয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্যময়-পুরৈরিত্যর্থঃ) গোষ্ঠ-কক্ষাং (গোষ্ঠপ্রদেশং) চিনোতি (রচয়তি পূরয়তীত্যর্থঃ, অনেন শ্লোকেন শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ)।

১৬৮। হে সখি, যস্য স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণ-কৌতুকী (স্থিরকুলাঙ্গনানাং সাধ্বীস্ত্রীণাং নিকরস্য সমূহস্য নীবিবন্ধ এব অর্গলঃ কপাটঃ বিষ্কম্ভকঃ বা, তস্য ছিদাকরণে বন্ধনছেদনে কৌতুকং যস্যাঃ সা) বংশীধ্বনিঃ জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), সঃ মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহ-দ্যুতিঃ

বিদগ্ধমাধবে (২।৫১) শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপকে ললিতমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

**রায় কহে,—"তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।**
**দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥" ১৭২ ॥**

রায়ের মাহাত্ম্যতুলনাদ্বারা শ্রীরূপের নিজদৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

**রূপ কহে,—"কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।**
**মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র,—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥**
**তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান।"**
**এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥ ১৭৪ ॥**

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে অসুরমর্দ্দন সুরনন্দন মুকুন্দের যশঃস্তব ঃ—

ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১৭৫॥

রায়কর্ত্তৃক শ্রীরূপকে স্বাভীষ্ট-দেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

**'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?'—রায় পুছিলা।**
**সঙ্কোচ পাঞা রূপ পড়িতে লাগিলা ॥ ১৭৬ ॥**

স্বাভীষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞা ঃ—

ললিতমাধবে (১।৩) সূত্রধারের স্বেষ্টদেব-প্রণাম—

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ য ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥ ১৭৭ ॥

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

১৭১। যাঁহার মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক কামধনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্ম-বিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

১৭৫। সুররিপু-পত্নীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করিয়া মুকুন্দের যে অখণ্ড যশশ্চন্দ্র স্বীয় অখিল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিনের আনন্দ বিধান করেন, তাহা তোমাদিগের সুখ বিধান করুন্।

১৭৭। যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহদূরকারী, জগন্মানসবশকারী শচী-নন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন্।

## অনুভাষ্য

(মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলম্ অস্যাঃ তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) কঃ অপি নব্যঃ যুবা ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দকুলশশধরঃ) স্ফুরতি।

১৬৯। [শ্রীরাধায়াঃ] অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) লক্ষ্মীঃ (শোভা) নব্যং (নবপ্রস্ফুটিতং) কুবলয়ম্ (উৎপলং) বলাৎ কবলয়তি (গ্রসতে), মুখোল্লাসঃ (মুখশোভা) ফুল্লং (বিকসিতং) কমলবনম্ উল্লঙ্ঘয়তি (দূরীকরোতি), আঙ্গিকরুচিঃ (দেহকান্তিঃ) অষ্টাপদং (সুবর্ণম্) অপি কষ্টাং (ক্লেশসমন্বিতাং) দশাং নয়তি, [অতএব] রাধায়াঃ রূপং কিল কিমপি বিচিত্রং বিলসতি (স্ফুরতি)।

১৭০। বিধুঃ (চন্দ্রঃ) দিবা (দিবসে), শতপত্রং (পদ্মং) শর্ব্বরীমুখে (সন্ধ্যায়াং) বত বিরূপতাং (কান্তিরাহিত্যম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ইতি সদা (দিবারাত্রে সর্ব্বদা) শ্রিয়া (শোভয়া) উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং (শ্রীরাধিকামুখং) কেন (উপমানেন সহ) তুলনাম্ অর্হতি?

১৭১। প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (প্রমদরসতরঙ্গেণ আনন্দ-রসপ্রবাহেণ স্মেরগণ্ডস্থলং স্মেরং মন্দহাসান্বিতং গণ্ডস্থলং যস্যাঃ তস্যাঃ) স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ (কামদেব-কার্ম্মুকসদৃশা যা ভ্রূলতা, তাদৃশাঃ লাস্যং নর্ত্তনং ভজতি যা তস্যাঃ) পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ (পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষান্বিতে অক্ষিণী যস্যাঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং (মদেন যঃ কলঃ, তেন চলা চঞ্চলা চপলা যা ভৃঙ্গী তস্যাঃ ভ্রান্তিঃ ভ্রমঃ যতঃ তাদৃশীং ভঙ্গীং) দধানঃ [রাধায়াঃ] কটাক্ষঃ ইদং [মম] হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ (দষ্টবান্)।

১৭২। দ্বিতীয় নাটকের—ললিতমাধব-নাটকের ; এখন হইতে শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপ-কৃত শ্রীললিতমাধবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১৭৫। সুররিপুসুদৃশাং (নরকাদ্যসুরাঙ্গণানাম্) উরোজকোকান্ (উরোজাঃ এব কোকাঃ চক্রবাকাঃ তান্ স্তনরূপচক্রবাকান্) মুখকমলানি (মুখানি এব কমলানি) চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোর-নন্দী (অখিলাঃ সুহৃদঃ এব চকোরাঃ তান্ নন্দয়িতুং শীলং যস্য সঃ) অখণ্ডঃ (পরিপূর্ণঃ) মুকুন্দযশঃশশী (মুকুন্দস্য যশঃ এব শশী চন্দ্রঃ) বঃ (যুষ্মাকং) মুদং (সুখং) চিরং দিশতু (বিদধাতু)।

১৭৭। যঃ ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাম্) উদয়ং (প্রাকট্যম্) আপ্নুবন্ সন্ নিজপ্রণয়িতাং সুধাং (স্বপ্রেমামৃতম্) অলম্ (অতিশয়েন) কিরতি (বিস্তারয়তি), উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ (উরীকৃতা

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে রোষাভাস ঃ—

**শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস ।**
**বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥ ১৭৮ ॥**
**"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসবাক্য-সুধাসিন্ধু ।**
**তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ॥" ১৭৯ ॥**

রায়কর্ত্তৃক শ্লোক-প্রশংসা ঃ—

**রায় কহে,—"রূপের কাব্য অমৃতের পূর ।**
**তা'র মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥" ১৮০ ॥**
**প্রভু কহে,—"রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস ।**
**শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥" ১৮১ ॥**
**রায় কহে,—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ।**
**অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥" ১৮২ ॥**

রায়কর্ত্তৃক ললিতমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটক-লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তরদান ঃ—

**রায় কহে,—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?"**
**তবে রূপ-গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১৮৩ ॥**

ললিতমাধবে (১।১১) নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি—

"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ১৮৪ ॥

**'উদ্ঘাত্যক' নাম এই 'আমুখ'—'বীথী' অঙ্গ ।**
**তোমার আগে কহি,—ইহা ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥" ১৮৫ ॥**

সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্য নিরূপণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

**রায় কহে,—"কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ।"**
**শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥ ১৮৭ ॥**

**তত্র শ্রীবৃন্দাবনং যথা ঃ—**

ললিতমাধবে (১।২৩) গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ, পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ, প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ১৮৮ ॥

---

## অনুভাষ্য

অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজঃ তস্য স্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ) লুণ্ঠিত-তমস্ততিঃ (লুণ্ঠিতা তাড়িতা তমস্ততিঃ অজ্ঞান-কৈতবপুঞ্জঃ যেন সঃ) শচীসুতাখ্যঃ (শচীনন্দন নামা) শশী (চন্দ্রঃ) মম কিমপি শর্ম্ম (কল্যাণং) বিন্যস্যতু (বিদধাতু)।

১৮৩। পূর্ব্বের (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৩৪ সংখ্যা ও তাহার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ,—'উদ্ঘাত্যক', 'কথোদ্ঘাত', 'প্রয়োগাতিশয়', প্রবর্ত্তক' ও 'অবগলিত'—এই পঞ্চবিধ প্রস্তাবনা ; এবং ভারতী-বৃত্তির 'প্ররোচনা', 'বীথী' ও 'প্রহসনা',—এই ত্রিবিধ অঙ্গ। শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি স্বকৃত-নাটকে উক্ত পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার মধ্যে কোন্ প্রকার প্রস্তাবনায় ভারতী-বৃত্তির কোন্ অঙ্গকে স্বীকার করিয়া নটরূপী পাত্রকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করাইয়াছ?

১৮৪। নটতা (অভিনয়ং কুর্ব্বতা) তেন কলানিধিনা (তন্নাম্না নটেন) রঙ্গস্থলে (অভিনয়-ক্ষেত্রে) কিরাতরাজং (কিরাত-দেশাধিপং) নিহত্য গুণবতি (অনুকূল-নক্ষত্রাধিষ্ঠিতে) সময়ে তারাকরগ্রহণং (তন্নাম্ন্যা কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্ ; পক্ষান্তরে,—রঙ্গস্থলে (রঙ্গক্ষেত্রে) তেন [চতুঃষষ্টি-] কলানিধিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) কিরাতরাজং (কংসং) নিহত্য (হত্বা) গুণবতি (দশমাঙ্কাখ্যে পূর্ণমনোরথনাম্নি) সময়ে তারাকরগ্রহণং (শ্রীরাধিকায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্।

১৮৫। এই শ্লোকে আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনার নাম 'উদ্ঘাত্যক' এবং ভারতীবৃত্তির অঙ্গের নাম 'বীথী' কথিত হইল। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ৫২০ সংখ্যায়—"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ।। সূচয়েদ্ভূরি শৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখনির্ব্বহণে সন্ধৌ অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ।।" অর্থাৎ বীথীতে একটীমাত্র অঙ্ক আছে ; এই অঙ্কে কোন একটী নায়ক কল্পনাপূর্ব্বক আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রচুররূপে শৃঙ্গাররসের ও কিঞ্চিৎরূপে অন্যান্য রসসমূহেরও সূচনা করে ; এবং উহার মুখবন্ধ ও সন্ধিতে সমস্ত অর্থপ্রকৃতি বা বীজই প্রযোজ্য। এইস্থলে চন্দ্রের সহিত 'নটতা'-শব্দ যুক্ত হইলে অর্থ অস্ফুট হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হওয়ায় পরিস্ফুটার্থবোধ-হেতু 'উদ্ঘাত্যক'-নামক প্রস্তাবনা হইল এবং কৃষ্ণসম্বন্ধি অর্থ মানিয়া লইয়াই পৌর্ণমাসীও রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরূপ শ্রীরাম-রায়কে বলিতেছেন,—আপনার ন্যায় রস-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে আমার এক একটী উক্তি

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৪। নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ (কংসকে) নাশ করিয়া কলানিধির (কৃষ্ণচন্দ্রের) 'পূর্ণমনোরথ'-নামক গুণ-যুক্ত সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ-কার্য্য বিধেয় হইতেছে।

১৮৬। মনুষ্যগণ অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্যপদের সহিত যাহা যোজনা করে, তাহাকে 'উদ্ঘাত্যক' বলে।

১৮৮। গোক্ষুরোত্থ রজঃ হরিকে সূচনা করিতেছে ; সম্মুখে তমঃ (অন্ধকার) গোপীদিগের সহিত তাঁহাকে মিলিত করাইতেছে ; সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে।

**তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—**

ললিতমাধবে (১।২৪) পৌর্ণমাসীর প্রতি গার্গীর উক্তি—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১৮৯ ॥

**তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—**

ললিতমাধবে (২।১১) শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সখীর প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ১৯০ ॥

**তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—**

ললিতমাধবে (২।১০) শ্রীরাধা-দর্শনে
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা ।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥" ১৯১ ॥

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

১৮৯। নিপুণা, তাৎপর্য্যশালিনী, শ্রেষ্ঠবংশজ-বংশীর কাকলী-রূপা যে দূতী লজ্জা দূর করাইয়া গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন্।

১৯০। হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি, মদমত্তহস্তীর ন্যায় লীলা-কারী, আশঙ্কাশূন্য এই যুবা কে? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা ইনি চঞ্চলগতিদ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা চিত্ত-কোষ হইতে আমার চিত্তের ধৃতিধন লুটিয়া লইতেছেন।

**অনুভাষ্য**

—যেন ধার্ষ্ট্য-সমুদ্রের অর্থা প্রগল্ভতা-সাগরের এক একটী লহরীসদৃশ।

১৮৬। নরাঃ (আলঙ্কারিকাঃ) তু অগতার্থানি (অপ্রাপ্তার্থানি অবোধিতার্থানি) পদানি তদর্থগতয়ে (তেষাম্ অবোধিতার্থানাং পদানাং গতয়ে অববোধায়) অন্যৈঃ পদৈঃ যং যোজয়ন্তি, সঃ 'উদ্ঘাত্যকঃ' উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৮৭। অঙ্গের বিশেষ—পূর্ব্ববর্ত্তী (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে বৃন্দাবন, মুরলীনিঃস্বন, কৃষ্ণ ও রাধিকার বর্ণন।

১৮৮। রজোভরঃ (রজসাং গোক্ষুরোত্থধূলীনাং ভরঃ পুঞ্জঃ সমূহঃ) হরিম্ উদ্দিশতে (সূচয়তি), তমঃ (অন্ধকারঃ) পুরতঃ অমুং (কৃষ্ণং) সঙ্গময়তি (সংযোজয়তি, অতঃ) ব্রজবামদৃশাং (ব্রজাঙ্গনানাং) পদ্ধতিঃ (রীতিঃ) সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বজ্ঞায়াঃ) শ্রুতেঃ (বেদস্য) অপি প্রকটা চ ন (গোচরা ন স্যাৎ)।

ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদে গুণাতীত কৃষ্ণের উদ্দেশ ও মিলনের কথা অব্যক্ত ; রজোগুণের দ্বারা বিক্ষেপ-হেতু কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণোদ্দেশ-রাহিত্য ও তমোগুণদ্বারা আবরণহেতু তাহার কৃষ্ণমিলনাভাব ঘটিয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত-বৃন্দাবনে গাভীক্ষুরো-ত্থিত রজোদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের নিকট কৃষ্ণাগমন সূচিত হয় এবং তমঃ বা অন্ধকারদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গম সম্পাদিত হয় ; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব গোপীগণ ও শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবৃন্দাবন, উভয়ই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদের অগোচর, ইহাই শ্লেষার্থ।

১৮৯। যা হ্রিয়ং (লজ্জাম্) অবগৃহ্য (বিহত্য, হৃত্বা ইত্যর্থঃ) গৃহেভ্যঃ বনায় (বনগমন-নিমিত্তায় ইত্যর্থঃ) রাধাং কর্ষতি সা নিপুণা (দক্ষা) নিসৃষ্টার্থা (বিন্যস্ত-কর্ম্মভারা) বরবংশজকাকলী (বংশীধ্বনিরূপা) দূতী জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নিসৃষ্টার্থা,—( উঃ নীঃ দূতীভেদ-প্রকরণে ২৯ শ্লোকে ) "বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে।।"*

১৯০। হে সহচরি, অহহ ইহ (বৃন্দাবিপিনে) যঃ যুবা চটুলৈঃ (চপলৈঃ) উৎসর্পদ্ভিঃ (সর্ব্বদিক্ষু ভ্রমদ্ভিঃ) দৃগঞ্চলতস্করৈঃ (নয়ন-কটাক্ষচৌরৈঃ) মম চেতঃকোষাৎ (হৃদ্-ভাণ্ডারতঃ) ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপ-ধনং) বিলুণ্ঠয়তি, মুদিরদ্যুতিঃ (মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতিরিব দ্যুতিঃ যস্য সঃ নবমেঘরুচিঃ) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মাদ্যন্ যঃ মতঙ্গজঃ তদ্বৎ বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্য সঃ মহামত্তগজ-বচ্চঞ্চলঃ) নিরাতঙ্কঃ (নিঃশঙ্কঃ) অয়ং যুবা কঃ? কুতঃ [চ] ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ (সমায়াতঃ)?

১৯১। যা (রাধা) মম মনঃকরীন্দ্রস্য (হৃদয়-মাতঙ্গস্য) বিহার-সুরদীর্ঘিকা (স্বর্গঙ্গা), যা বিলোচনচকোরয়োঃ (বিলোচনে নয়নে এব চকোরৌ তয়োঃ) শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (শরদি অমন্দঃ পূর্ণঃ

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

১৯১। যে রাধিকা—আমার মনঃকরীন্দ্রের বিহারগঙ্গা-স্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা-স্বরূপা এবং আমার বক্ষোরূপ আকাশের নিকট তদাভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।

---

* *যে দূতী নায়ক অথবা নায়িকা উভয়ের কোন একজনের দ্বারা কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থা-দূতী বলা হয়।*

রায়কর্ত্তৃক সহস্রমুখে শ্রীরূপ-কবিত্বের অজস্র-প্রশংসা ঃ—

**এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে ।**
**রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥ ১৯২ ॥**
**"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ।**
**নাটক-লক্ষণ সব, সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৩ ॥**
**প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ।**
**শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ ১৯৪ ॥**

প্রাচীনকৃত শ্লোক—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নঃ ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপানুমান ঃ—

**তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ।**
**তুমি শক্তি দিয়া কহাও,—হেন অনুমানি ॥" ১৯৬ ॥**

প্রভুর শ্রীরূপ-কবিত্ব প্রশংসা ঃ—

**প্রভু কহে,—"আমা-সনে হইল মিলন ।**
**ইহার গুণে ইহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥**
**মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার ।**
**ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৮ ॥**

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক পরমস্নেহকৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা-যাজ্ঞা ঃ—

**সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ' এই বর ।**
**ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৯৯ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীসনাতনের প্রশংসা ও বৈরাগ্যযুক্-প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যবিষয়ে শ্রীরায়ের সহিত সাম্য-জ্ঞান ঃ—

**ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন' ।**
**পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম ॥ ২০০ ॥**
**তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁ'র রীতি ।**
**দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২০১ ॥**

শ্রীরূপ-সনাতনকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক ব্রজে প্রেরণ-বর্ণন ঃ—

**এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে ।**
**শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥" ২০২ ॥**

রায়ের প্রভুকে প্রয়োজক-কর্ত্তৃজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

**রায় কহে,—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে ।**
**কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥ ২০৩ ॥**

রায়ের কীর্ত্তনে ও শ্রীরূপের লিখনে একই প্রেম-ভক্তিরস-প্রচার ঃ—

**মোর মুখে যে-সব রস করিলা প্রচারণে ।**
**সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥ ২০৪ ॥**

স্বীয় ইচ্ছা-চালিত ভক্তদ্বারা অপ্রাকৃত-ব্রজরস-মাহাত্ম্য-প্রচারকারী প্রভু ঃ—

**ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস ।**
**যা'রে করাও, সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥"২০৫॥**

শ্রীরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

**তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন ।**
**তাঁ'রে করাইলা সবার চরণ-বন্দন ॥ ২০৬ ॥**

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সকলের শ্রীরূপকে আলিঙ্গন ঃ—

**অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ।**
**কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৭ ॥**

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুকৃপা ও শ্রীরূপের কৃষ্ণাকর্ষক গুণদর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

**প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ ।**
**দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥ ২০৮ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

### অনুভাষ্য

যঃ চন্দ্রঃ তস্য প্রভা), যা উরোঽম্বরতটস্য (উরঃ বক্ষঃ এব অম্বরং আকাশং তস্য তটে ক্ষেত্রে) চ আভরণচারুতারাবলী (আভরণেষু অলঙ্কারেষু চারুতারাবলী সুন্দরনক্ষত্রমণ্ডলী) চ, সা ইয়ং রাধিকা ময়া (কৃষ্ণেন) উন্নতমনোরথৈঃ (বহুদিনমনোবাঞ্ছিতৈঃ হেতুভূতৈঃ) সাম্প্রতম্ অলম্ভি (প্রাপ্তবতী)।

১৯৫। তস্য কবেঃ কাব্যেন (রসাত্মক-বাক্যেন) কিম্? ধনুষ্মতঃ (ধনুর্দ্ধরেণ) কাণ্ডেন (বাণেন) কিং (প্রয়োজনম্)?—যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং সৎ, তস্য শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি?

২০১। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ-রায়কে বলিলেন,—তুমি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা করিতেছ, সনাতন-গোস্বামীও ঠিক তোমারই ন্যায় কৃষ্ণেতর বিষয়সমূহ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ তদ্রূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন-ভাববিশিষ্ট ও কৃষ্ণেতর ভোগ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবারূপ বিষয় গ্রহণ-পূর্ব্বক পরাভক্তি-বিদ্যায় পারঙ্গত। নিষ্কপট দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের আদর্শবিগ্রহ শ্রীসনাতন শুদ্ধ অর্থাৎ যুক্ত-বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যাদিতে ঠিক তোমারই সদৃশ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

শ্রীরূপকে ঠাকুর হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

**তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ।**
**হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥**

হরিদাসের শ্রীরূপ-সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

**হরিদাস কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।**
**যে-সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ?" ২১০ ॥**

শ্রীরূপকর্ত্তৃক দৈন্যজ্ঞাপন, আপনাকে যন্ত্রিপ্রভুর যন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

**শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।**
**যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

**এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।**
**সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥**

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়াগত ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।**
**গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥**

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান ঃ—

**শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।**
**দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥**

শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

**দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।**
**অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥**

বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক সনাতনকে পুরী-প্রেরণে আজ্ঞা ঃ—

**"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।**
**একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥**

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিধ সেবা-কার্য্যভার প্রদান—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র-রচন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধরণ, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরে সেবা-সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত-ভক্তি-রসপ্রচার ঃ—

**ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।**
**লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥**
**কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।**
**আমিহ দেখিতে তাহা যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥**

প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের প্রণাম ঃ—

**এত বলি' প্রভু তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।**
**রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥**

গৌড়দেশ হইয়া শ্রীরূপের ব্রজে আগমন ঃ—

**প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ।**
**পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥**

প্রভু-রূপ-মিলন-সংবাদ-শ্রবণে অচৈতন্য জীবের চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি ঃ—

**এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।**
**ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

---

**অনুভাষ্য**

২১২। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৯। মহাপ্রভুর পুনরায় বৃন্দাবন-গমন শুনা যায় না।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে-যে-স্থলে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে গিয়া গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের প্রভুনিষ্ঠা-সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট-হরিদাস ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে (দ্বার-প্রবেশ নিষেধ করিয়া) বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। একবৎসর পরে ছোট-হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃতদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)